জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু

বর্তমান সরকারের গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ইতিমধ্যে সরকারের কাছে কয়েক দফা সুপারিশ পেশ করেছে। পত্রপত্রিকায় সুপারিশ সংক্রান্ত প্রকাশিত রিপোর্ট বিশ্লেষণে দেখা যায়, জনকল্যাণে এবং জনস্বার্থে সুপারিশগুলো কার্যকর হলে যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, আমাদের সবকিছুই ফাইলে থাকা এবং আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অনেকটা যেন প্রথাগত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে, আলোচনা-পর্যালোচনা ও উচ্চারণে আমরা যতোটা সক্ষম, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা ততোটা দক্ষ নই। অতীত এ সাক্ষ্যই বহন করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রশাসনিক সংস্কার ছাড়াও সরকারি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনসাধারণের হয়রানি বন্ধ, স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময়সীমা ২০ বছর নির্ধারণ, পেনশন বিধিমালার সহজিকরণ, ন্যায়পাল নিয়োগ, সরকারি চাকরির নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন, সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি কেনার জন্য ঋণ প্রদান এবং সচিবালয়ে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও আবেদন গ্রহণের জন্য বুথ স্থাপনের প্রস্তাবও করা হয়েছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের এই সুপারিশমালা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূতও যে হয়েছে তা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

বর্তমান সরকার দীর্ঘদিন পর জনপ্রশাসনে তথা সরকারি দপ্তরগুলোর কাজকর্মে গতিশীলতা আনয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করেন। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত কমিশন সরকারের কাছে একটি সুপারিশমালা পেশ করতে সক্ষম হয়েছে— এটি একটি আশার কথা। কমিশন সবকিছু খতিয়ে দেখে এই রিপোর্ট পেশ করেছে। দুঃখজনক হলেও সর্বতোভাবে সত্য, দারিদ্র্য পীড়িত এ দেশে সরকারি দপ্তরগুলোর কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রতা এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের সৃষ্ট বহুবিধ জটিলতা একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এই দীর্ঘসূত্রতার জন্য একশ্রেণীর আমলার কর্মে অমনোযোগিতা বা শৈথিল্য এবং দায়িত্ব-নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার মানসিকতার অভাব যে অনেকাংশে দায়ী তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পাশাপাশি প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি— যাকে অনেকেই বলে থাকেন লাল ফিতার দৌরাত্ম্য— তাও যে দীর্ঘসূত্রতার জন্য বহুলাংশে দায়ী সেটাও অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকার ক্ষমতা নেওয়ার 'রুলস অফ বিজনেস' প্রথা চালু করলেও সেটার ইতিবাচক প্রভাব এখন পর্যন্ত লক্ষণীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ফাইল হাঁটার সূচনা হয় একজন সহকারী সচিবের মাধ্যমে। তারপর ক্রমান্বয়ে যা ধাপে ধাপে উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিবের টেবিল স্পর্শ করে সচিবের টেবিলে পৌঁছে। সেখানে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর একই প্রক্রিয়ায় পুনরায় পিছনের দিকে আসতে আসতে এসে ঠেকে সহকারী সচিবের টেবিলে। এভাবে প্রতিটি ফাইলই দীর্ঘ কালক্ষেপণ করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় বিষয়ের কার্যকারিতা বা প্রয়োজনই ফুরিয়ে আসে। সাধারণ বিষয়ের নিষ্পত্তিতে লেগে যায় দীর্ঘ সময়। এটা আর পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রাখে না যে, যতোদিন আমলাতন্ত্র বহাল থাকবে এ ধরনের জট-জটিলতা কিছু না কিছু থাকবেই। কেননা এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। তবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যদি অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে যদি একশ্রেণীর আমলার কর্মবিমুখতা যুক্ত হয় তাহলে সরকারি প্রশাসন ঠিকমতো চলবে— এ আশা দুরাশারই নামান্তর। অথচ বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে তাই ঘটে আসছে। আর এ কারণেই প্রশাসনিক সংস্কারের তাগিদ জোরালোভাবে অনুভূত হয়।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের দায়িত্ব ছিল মূলত এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার যথাসম্ভব নিরসন বা লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমানোর পথ বাতলানো। কমিশন তাদের সুপারিশমালায় প্রশাসনিক সংস্কারের যে প্রস্তাব রেখেছে তাতে কি ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটা সরকারের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়াই প্রয়োজন। তবে এ কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে, প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি জনদুর্ভোগ লাঘব, দুর্নীতি দমন এবং আমলাতন্ত্র পরিপোষণের ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে অন্য যেসব প্রস্তাব সুপারিশ আকারে রাখা হয়েছে সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবই যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এতে কোনো সন্দেহ নেই। জনসাধারণের কাজের সুবিধার্থে ও দুর্ভোগ লাঘবে সচিবালয়ের গেটে বুথ স্থাপন এবং জনসাধারণের অভিযোগ ও সব ধরনের আবেদনপত্র এই বুথের মাধ্যমে রসিদ প্রদানপূর্বক গ্রহণ করে অতিদ্রুত প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদানের যে সুপারিশ সংস্কার কমিশন করেছে তা খুবই সময়োপযোগী। যদি এ নিয়ম চালু এবং যথাযথরূপে কার্যকর হয় তাহলে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহির ন্যূনতম প্রথা চালু হবে বলেই বিশ্বাস। সেবাদানকারী সরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনসাধারণের হয়রানি বন্ধের সুপারিশও সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য— এতে কোনো সন্দেহ নেই। কমিশনের সুপারিশে প্রস্তাব রাখা হয়েছে বিদ্যুৎ, গ্যাস, ওয়াসার বিল ইত্যাদি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাগুলোতে নির্দিষ্ট কাউন্টার স্থাপনের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ডাকঘরের মাধ্যমেও তা চালুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে প্রস্তাবে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনবল বাড়ানোর বিষয়টিও ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এসব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধ করতে গিয়ে গ্রাহকদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে, বিল প্রদানের পরও পুনর্বার কোনো কোনো গ্রাহকের নামে বিল ইস্যু করা হচ্ছে। এতে বাড়ছে বিড়ম্বনা। কেন এমন হচ্ছে তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। মোট কথা সবকিছুতে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব দুর্ভোগ লাঘব করলে দ্রুত বিল পরিশোধে গ্রাহক যেমন উৎসাহী হবে ঠিক তেমনি রাজস্ব আদায়ও সহজ হবে। গ্রাহকের হাতে যথাসময়ে এবং নিয়মিত সঠিক বিল যাতে পৌঁছায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সব রকমের অসঙ্গতি ও কারচুপি দূর করতে হবে।

যেসব সরকারি কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক গাড়ি পান তাদের সরকারি গাড়ির বদলে ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণদান এবং গাড়ির তেল ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ থোক ভাতা প্রদানের সুপারিশ করেছে কমিশন। নিঃসন্দেহে এতে অহেতুক গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতা যেমন কমবে তেমনি জ্বালানি খরচও সাশ্রয় হবে। যদি কমিশনের এসব সুপারিশ পুনর্বার সরকার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এবং আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষমতা দেখাতে পারে তাহলে ইতিবাচক প্রভাব আশা করা যায়। দারিদ্র্যপীড়িত ও বহু সমস্যা-সংকটে জর্জরিত এ দেশে সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। ন্যায়পাল নিয়োগ, বিদেশ যাত্রীদের হয়রানি বন্ধে টিকিটের সঙ্গে ভ্রমণকর আদায়, পেনশন প্রাপ্তি সহজিকরণের জন্য প্রতি মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ এবং রাজস্ব বাজেটের আওতাভুক্ত সরকারি জনবল স্থিতাবস্থায় রাখাসহ অন্য যেসব সুপারিশ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের পক্ষ হতে করা হয়েছে সেগুলো ফাইলবন্দী থাকবে না— এটাই সহজ-সরল প্রত্যাশা। আশা করি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালার কতোটুকু গ্রহণ বা বর্জন করা হবে সে সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ও গৃহীত সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বর্তমান সরকার সফলতার সঙ্গে সক্ষম হবে। অন্তত একটি বার এ দেশবাসী দেখতে চায়, উচ্চারণ ও কাজের মধ্যে ইচ্ছা থাকলেই সমন্বয় ঘটানো সম্ভব। যদি তা না হয় তবে অতীতের মতো শত সহস্র অঙ্গীকারের মতোই এসব বানের পানিতে ভেসে যাবে। জনকল্যাণ, জনস্বার্থে কিছুই হবে না বরং মাঝ পথে দরিদ্র দেশের অর্থেরই অনর্থক অপচয়ের গণ্ডিতেই সব আবদ্ধ থেকে যাবে।

দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু : সাংবাদিক, কলাম লেখক।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালার কতোটুকু গ্রহণ বা বর্জন করা হবে সে সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ও গৃহীত সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বর্তমান সরকার সফলতার সঙ্গে সক্ষম হবে। অন্তত একটি বার এ দেশবাসী দেখতে চায়, উচ্চারণ ও কাজের মধ্যে ইচ্ছা থাকলেই সমন্বয় ঘটানো সম্ভব। যদি তা না হয় তবে অতীতের মতো শত সহস্র অঙ্গীকারের মতোই এসব বানের পানিতে ভেসে যাবে।

MAR 2 1999